৫৩

আজকের কাগজ

তারিখ ..10. JAN 1994 ... ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি সমস্যা

শিক্ষার নিম্নস্তর থেকে শুরু করে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে প্রায় একই সমস্যা বিরাজ করছে। এখন স্কুলসমূহে ভর্তির সময় চলছে, ভর্তির সময় চলছে বিশ্ববিদ্যালয়েও। কিন্তু দু'টি ক্ষেত্রেই অবস্থা প্রায় একই রকম।

বিশেষতঃ শিশুদের 'ভাল' স্কুলে ভর্তির সমস্যা নিয়ে অভিভাবকরা খুবই নাজুক অবস্থায় পড়েছেন। সরকারি স্কুল সমূহ এবং যে সমস্ত স্কুলগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে তা সে সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক, সেখানে অভিভাবকরা তাদের শিশুদের ভর্তির জন্যে উদগ্রীব। প্রতিবছর ভীড়ের চাপ এসব স্কুলগুলোতে বেড়েই চলছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের এক বিচিত্র চিত্র বর্তমান। এখানে শিশু শিক্ষার নানা ধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যার বেশিরভাগই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে, ফলে এসব স্কুলের চটকদার নাম থাকলেও শিক্ষকদের মান খুব ভাল নয়। আবার সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য প্রনোদিত আর এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেখানে ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষার নামে শিশুদের মগজ ধোলাই করা হয়। এই উভয়বিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই শিক্ষা ব্যয় আকাশচুম্বি। উপরোন্তু এখন অভিভাবকরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক এবং সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল তাই তাঁরা পারতপক্ষে চাননা ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তাঁদের শিশুরা পড়ুক; কিন্তু দিন দিন জনবহুলতা যেমন বাড়ছে তেমনি ভাবে ভাল স্কুলের সংখ্যা বাড়ছেনা তাই সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। আর এর সুযোগ গ্রহণ করছে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী। কিছুদিন আগে সরকার কতগুলো সরকারি স্কুলে দুই সিফ্‌ট চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কয়েকটি স্কুলে তা চালু হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বেশ কয়েকটি স্কুলে তা চালু হতে পারেনি।

আসলে এ সমস্যা শুধু রাজধানীর নয়, এ সমস্যা দেশের সর্বত্রই বিরাজমান। শিক্ষার সংকট-শিক্ষকের সংকট এদেশে প্রকট হয়ে উঠেছে। শিক্ষাকে গণমুখী করার জন্যে যত পদক্ষেপই গ্রহণ করা হোক না কেন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করতে না পারলে শিক্ষার সংকট থেকেই যাবে। কারণ শিক্ষার বর্তমানের যে সমস্যা, যে ব্যয়বাহুল্য যে ঠাঁট-বাট তা কমিয়ে একে প্রকৃত শিক্ষামূলক অর্থাৎ জ্ঞান উদ্রেককারী করে তুলতে হবে। এজন্যে সরকারি উচ্চতর স্তর থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া বাঞ্ছনীয়।

আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাকে গণমুখী করা যাবে না। এর ফলে হয়ত কিছু ভবন ইমারত তৈরী হতে পারে কিন্তু সকলের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ তৈরী হবে না। দেশের স্কুলগুলোর শিক্ষার মানের একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে এবং শিক্ষা ব্যয় সাধারণের ক্ষমতার মধ্যে না রাখতে পারলে গণমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবশিত হবে। কাজেই শুধু শিফ্‌ট বাড়িয়ে নয় মানসম্মত শিক্ষাদানের আরও প্রতিষ্ঠান সরকারি উদ্যোগেই গড়ে তুলতে হবে এবং এই শিক্ষার ব্যাপারটিতে অবশ্যই গণতান্ত্রিক সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে তাহলেই কেবল বর্তমানে শিশুদের ভর্তি নিয়ে যে সমস্যা তার সমাধান হতে পারে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে সরকারি উদ্যোগেই। এক খবরে জানা গেছে যে, এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চার হাজার আসনের জন্যে অর্ধলক্ষ ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করেছে অর্থাৎ প্রতি আসনের জন্যে গড়ে ১৩ জন করে প্রার্থী রয়েছে। এখানে একজন করেই ভর্তি হবে কিন্তু বাকিদের ভাগ্যে কি হবে? এ ব্যাপারগুলো জাতীয়ভাবে এবং সরকারিভাবে চিন্তা করে দেখার বিষয়। দেশে এখন বেসরকারি উদ্যোগেও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু এতে করেও সকলের জন্যে সুযোগ সৃষ্টি হবে না। সকলের জন্যে শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টির জন্যে অবশ্যই সরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি থাকতে হবে।